~~The Bangladesh Times~~
ইত্তেফাক

তারিখ 24.1.79
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

037

শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের দাবী মানিয়া লওয়ার আহ্বান

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলাদেশ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ প্রশিক্ষণার্থীদের ৬ দফা দাবী অবিলম্বে মানিয়া লওয়ার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছে। পরিষদের আহ্বায়ক আবদুর রাজ্জাক ও অন্যান্য নেতা গত শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, তাহারা অনন্যোপায় হইয়াই গত ২রা জানুয়ারী হইতে ধর্মঘট পালনে বাধ্য হইয়াছেন।

শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই—

বরিশাল, ২৩শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)—এ বৎসর স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সংকট চরম আকার ধারণ করার আশংকা দেখা দিয়াছে। এজেন্টরা প্রয়োজন মত বোর্ডের বই সরবরাহ পাইতেছে না। স্থানীয় জনৈক এজেন্ট জানান, সরবরাহ কেন্দ্রে একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর বই ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর বইয়ের ষ্টক নিতান্ত কম। উল্লেখ্য যে, প্রতিবৎসর নবেম্বর মাস হইতে স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের পুস্তকাদি পুনঃমুদ্রণ শুরু হয়। কিন্তু গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে বোর্ড কর্মচারীদের কর্ম বিরতির ফলে মুদ্রণ কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। অপরদিকে এ বৎসর চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সকল বই পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু নূতন বই প্রকাশনার কাজ এখন পর্যন্ত শুরু হয় নাই। নিউজ প্রিন্ট সংকট বই মুদ্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। বই না পাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক মহল ইতিমধ্যে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

পাবনা

পাবনার সংবাদদাতা জানান, অত্র এলাকায় প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কোন শ্রেণীর বইই পাওয়া যাইতেছে না। ছাত্র ছাত্রী ও অভিভাবকরা বইয়ের দোকানগুলিতে ধরনা দিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। অপরদিকে বইয়ের অভাবে বিদ্যালয়গুলিতে নিয়মিত ক্লাস শুরু হইতেছে না। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানান, অদূর ভবিষ্যতে ২।১টি শ্রেণীর বই পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও সমস্ত শ্রেণীর বই কবে সরবরাহ পাওয়া যাইবে তাহা অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার (কুমিল্লা) সংবাদদাতা জানান, নূতন শিক্ষা বর্ষের এক মাস অতিবাহিত হইতে চলিলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লাইব্রেরীগুলিতে বোর্ডের একমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর বই ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর কোন বই পাওয়া যাইতেছে না। ফলে শুরুতেই লেখাপড়ায় বিঘ্ন দেখা দিয়াছে।

সিলেট

সিলেটের সংবাদদাতা জানান মুসলমানদের ধর্মীয় পুস্তকাদির

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)